Anudan latter-4-1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০৮.১৩.৭৩

তারিখঃ ২০ মাঘ ১৪২৩ / ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় : **'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর সর্বসাধারণের মতামত।**

'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর চূড়ান্ত খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত **আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭** তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে লিখিত/ ই-মেইলের মাধ্যমে (নিকস ফন্টে) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল এর ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর খসড়া।

২.০২.১৭

(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭ এর খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

১. পটভূমি

শিল্প, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় চলচ্চিত্র আজ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর গণমাধ্যমে। বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের অবদান অপরিসীম। দেশ, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সঠিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরে জনগণের চেতনাকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের শিকড় উনবিংশ শতাব্দির প্রায় শেষ প্রান্তে প্রথিত। তদানীন্তন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরি গ্রামের হীরা লাল সেন ১৮৯৮ সালে দ্যা রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী গঠন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনী শুরু করেন এবং এ অঞ্চলের এটিই প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে এদেশের প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র হিসেবে নির্মিত হয় আব্দুল জব্বার খানের পরিচালনায় 'মুখ ও মুখোশ'।

চলচ্চিত্র শিল্পের অমিত শক্তি উপলব্ধি করতে পেরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যথাযথ বিকাশ এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনে **The East Pakistan Film Development Corporation Bill**, ১৯৫৭ উত্থাপন করেন এবং আইনসভা কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, যা আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মকান্ড ও অর্জনের বৃহদাংশ আবর্তিত হচ্ছে বিএফডিসিকে ঘিরে। এর বাইরেও চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যোগ এবং সৃজনশীল শিল্প প্রয়াস বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সাথে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অবদানসহ চলচ্চিত্র সংসদ কার্যক্রম বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ এ বলা হয়েছে: '' রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।'' সাংবিধানিক এ বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১২ সালের ৩ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট সকল কাজকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে জাতীয় শিল্প নীতির আওতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য শিল্পের ন্যায় যথাযথ সুযোগ ও সহায়তা নিয়ে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদানের সংখ্যা এবং অনুদানের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রবর্তন করা হয়েছে। পুরনো চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন বাতিল করে সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যমান সেন্সর প্রথা বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রে সার্টিফিকেশন পদ্ধতি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অংশীজনদের **(Stakeholder)** সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপূরক একটি স্বাধীন, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক, পরিচ্ছন্ন এবং শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলির পথনির্দেশক হিসেবে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.২. চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা

নির্মাণের উপায় অথবা প্রদর্শনের পদ্ধতি যাই হোক, এই নীতিমালায় 'চলচ্চিত্র' বলতে যে কোন ধরনের চলমান চিত্রকে বোঝানো হবে যা নির্মিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত হল বা স্থানে প্রদর্শনের জন্য। সেই অর্থে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, এ্যানিমেশন এবং নিরীক্ষাধর্মী চলমান চিত্রকে চলচ্চিত্র বলা হবে।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালায় সংস্কৃতির একটি মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের সৃজনশীলতা এবং নান্দনিকতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। মানুষের মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং তাদেরকে বিনোদন প্রদানের জন্য এ মাধ্যমে নির্মিত শিল্পকর্মকে কারিগরি মানে অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। একইসাথে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানুষের প্রতি শিল্পের দায়বদ্ধতার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আমাদের চলচ্চিত্রকে একটি বিশেষ মাত্রায়, স্বকীয় বৈশিষ্টে এবং শিল্পের সৌকর্যে বৈশিষ্টমন্ডিত করে দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মকৌশল। চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নী করতে হয়। লগ্নীকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং কাঙ্ক্ষিত মুনাফাসহ লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত আনার জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সুরক্ষা ও যথাযথ দিকনির্দেশনা। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হলো এ নীতিমালা। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ চলচ্চিত্র মাধ্যমকে দেশ, সমাজ ও মানব কল্যাণে ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

২.২ চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিনোদন, কার্যকর যোগাযোগ, জনসংস্কৃতি ও জনরুচি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৩ কারিগরি মানে উন্নত ও অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাকে উৎসাহিত করা;

২.৪ জনগণকে শিল্প ও কারিগরিমানসম্পন্ন চলচ্চিত্রের প্রকৃত আস্বাদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ মাধ্যমের অপব্যবহার ও অপপ্রচার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি;

২.৫ চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান;

২.৬ বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৭ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন নিশ্চিতকরণ;

২.৮ সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চর্চা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;

২.৯ সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

২.১০ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব ধারা ও চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখা;

২.১১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন;

২.১২ চলচ্চিত্র শিল্পে উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা;

২.১৩ সুস্থ, শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নীতিগত, অবকাঠামোগত ও কারিগরি সহায়তা সৃজনে করণীয় বিষয়াদি সুনির্দিষ্ট করা;

২.১৪ বিদ্যমান চলচ্চিত্র সেন্সর আইন বিলুপ্ত করে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সৃজনশীলতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২.১৫ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শিল্প ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কর্মকান্ড যাতে শিল্পের সকল সুবিধা লাভ করে সে বিষয়ে কর্মপন্থা নির্দ্দিষ্টকরণ;

২.১৬ চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকল পক্ষের আইনগত ও ন্যায়ানুগ স্বার্থ সংরক্ষণ;

২.১৭ চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন, চলচ্চিত্রের সৃজনশীল ও কারিগরি বিভিন্ন কর্মসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিতকরণ;

২.১৮ চলচ্চিত্র শিল্পকে টেকসই **(Sustainable)** করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যকরী ভূমিকা ও পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ;

২.১৯ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিতকরণ;

২.২০ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় চর্চা ও অনুশীলন এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. কৌশলসমূহ

৩.১ এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণ;

৩.২ এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

৩.৩ এ নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নসহ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পরামর্শক কমিটি গঠিত হবে। কমিটির রূপরেখা ও কার্যপরিধি পরিশিষ্ট-ক আকারে সংযুক্ত হলো।

৪. অনুসরণীয় মানদন্ড

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনুসরণীয় মানদন্ডের উল্লেখ থাকবে:

(ক) চলচ্চিত্রে পরিবেশিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা;

(খ) পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা;

(গ) চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা।

৫. **মহান মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস এবং তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা**

৫.১ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমুন্নত রাখতে হবে;

৫.২ চলচ্চিত্রে কোনোভাবেই রাষ্ট্রবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবে না;

৫.৩ চলচ্চিত্রে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য পরিবেশন করা যাবে না;

৬. **ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড**

৬.১ চলচ্চিত্রে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলন এবং এর সাথে জনসাধারণের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন ও সাংস্কৃতিক ধারাকে দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে;

৬.২ চলচ্চিত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হবে;

৬.৩ সকল ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং ধর্মীয় সহিংসতা রোধে জনগণকে উজ্জীবিত করতে হবে;

৬.৪ সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমমর্যাদা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করতে হবে;

৬.৫ চলচ্চিত্র মাধ্যমে নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন, সামাজিক কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যক্রম থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে;

৬.৬ শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য চলচ্চিত্রে সকল পেশা ও বৃত্তির সমমর্যাদা ফুটিয়ে তুলতে হবে;

৬.৭ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক শিক্ষামূলক কর্মকান্ড ও তথ্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৬.৮ চলচ্চিত্রে মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রদর্শন করা যাবে না। সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সেন্সর আইনসহ প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধান প্রযোজ্য হবে;

৬.৯ চলচ্চিত্রে তামাক, তামাকজাত পণ্য, মদ ও এলকোহল সেবন ও অন্যান্য মাদক গ্রহণ দেখানো যাবে না। তবে চরিত্রের প্রয়োজনে মদ ও সিগারেট সেবন প্রদর্শন আবশ্যক হলে এ সংক্রান্ত আইন/বিধির বিধান অনুযায়ী এসবের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করতে হবে;

৬.১০ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যাবে, তবে কোনো বিশেষ চরিত্রকে নেতিবাচক অথবা ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপনের জন্য বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভাষা পরিহারের চেষ্টা করতে হবে;

৬.১১ চলচ্চিত্রে সরাসরি কোনো ধর্ষণ দেখানো যাবে না;

৬.১২ শিশু বা নারী কিংবা উভয়ের প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানীমূলক কর্মকান্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন কোনো ঘটনা ও দৃশ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না;

৬.১৩ কোনো অশোভন উক্তি/আচরণ এবং অপরাধীদের কার্যকলাপের কৌশল প্রদর্শন যা অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন ও মাত্রা আনয়নে সহায়ক হতে পারে এমন দৃশ্যাবলি পরিহার করতে হবে;

৬.১৪. চলচ্চিত্রের সংলাপে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা পরিহার করতে হবে;

৭. চলচ্চিত্র রপ্তানি ও আমদানি

৭.১ বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র রপ্তানি ও বিদেশি চলচ্চিত্র বাংলাদেশে আমদানির ক্ষেত্রে সমতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হবে বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার তৈরি, সম্প্রসারণ এবং দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার;

৭.২ বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ চুক্তি এবং সমঝোতা ব্যতীত কোনো বিশেষ দেশ বা ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। একইভাবে কোনো বিশেষ দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া বাংলাদেশে চলচ্চিত্র রপ্তানি থেকে বারিত করা যাবে না;

৭.৩ বিদেশি চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে;

৭.৪ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিধি ও আদেশ অনুযায়ী সরকারের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এ অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে রপ্তানির জন্য প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের বিষয়, কারিগরি ও নান্দনিক মান বিচার করে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে পারবে কিনা এবং বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বাজার সৃষ্টি/সম্প্রসারণে সহায়ক হবে কিনা এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে;

৭.৫ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র আমদানির ক্ষেত্রেও প্রচলিত আইন, বিধি ও আদেশ অনুযায়ী সরকারের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এ অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমদানিতব্য চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের উপযোগিতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে;

৭.৬ বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র আমদানি এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানির অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের প্রতিনিধি এবং চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির রূপরেখা ও কার্যাবলি পরিশিষ্ট-খ আকারে সংযুক্ত হলো। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

৭.৭ বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চলচ্চিত্র রপ্তানি এবং বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি নীতিসহ অন্য কোন নীতি ও বিধানের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তথ্য মন্ত্রণালয় সেসব পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৮. যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন, যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং চলচ্চিত্রের বাজার সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের চলচ্চিত্রের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান/প্রযোজক সমন্বয়ে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি অনুসরণ এবং নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে।

৯. আধুনিক প্রদর্শন ব্যবস্থা

৯.১ ভালো ছবি নির্মাণের পাশাপাশি ভালো এবং আরামদায়ক পরিবেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাবিধ কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সঙ্গত কারণেই তারা সুন্দর ও আরামদায়ক পরিবেশ পেলে চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী হবেন। জনগণকে আরামদায়ক এবং নিরাপদ পরিবেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৯.২ বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপযোগী প্রেক্ষাগৃহের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে একটি প্রেক্ষাগৃহ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এ নীতিমালায় প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি প্রদর্শন ব্যবস্থার মানদন্ড নির্ধারিত হবে;

৯.৩ দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে ই-টিকেটিংসহ সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে;

৯.৪ অনলাইনে চলচ্চিত্র মুক্তির কারিগরি সুবিধা সৃজন করা হবে;

৯.৫ অনলাইনে চলচ্চিত্র মুক্তির জন্য অংশীজনদের মতামত নিয়ে বিএফডিসি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সেন্ট্রাল সার্ভার স্থাপন করা হবে;

৯.৬ চলচ্চিত্রের ইলেকট্রনিক ভার্সন এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে;

৯.৭ সরকারি/বেসরকারিভাবে নির্মিতব্য বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০. চলচ্চিত্রে পেশাদারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস

১০.১ ১৩ জুন ২০১৩ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩' অনুমোদিত হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ সংক্রান্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়তা বানানোর উদ্যোগ নিতে হবে;

১০.২ নির্মিত এবং নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের সকল তথ্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডাটা ব্যাংক তৈরি করতে হবে। নির্মিত এবং নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের সকল তথ্য ঐ ডাটা ব্যাংকে অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিত করতে হবে।

১০.৩ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীজনদের সমন্বয়ে বিএফডিসি-তে একটি চলচ্চিত্র পরামর্শক ও নিবন্ধন সেল গঠন করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ৭ সদস্যবিশিষ্ট এই সেল গঠন করবে। এই সেল প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের বিষয়, কারিগরি দিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে চলচ্চিত্রটি নির্মাণের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রজেক্ট প্রোফাইল এই সেলে জমা দিবেন। এরকম একটি পেশাদারি সেলের পরামর্শ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হলে একদিকে চলচ্চিত্রের কারিগরি ও গুণগত মান বিচার করা সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক আর্থিক ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারবেন। তবে এই পরামর্শ গ্রহণের

বিষয়টি আগ্রহী পরিচালক ও প্রযোজকদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। চলচ্চিত্র পরামর্শক সেলের পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে না।

১১. চলচ্চিত্র উৎসব পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতা

১১.১ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে হবে;

১১.২ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং উৎসব আয়োজনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

১১.৩ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেশের সেরা ও প্রাসঙ্গিক চলচ্চিত্র সমূহ প্রেরণ করা হবে। ওই সব উৎসবে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচক কমিটি গঠন করা হবে।

১১.৪ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা

১২.১ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং চলচ্চিত্রের উপর গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

১২.২ বাংলাদেশে নির্মিত প্রতিটি চলচ্চিত্রের একটি করে কপি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে জমা দিতে হবে;

১২.৩ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি চলচ্চিত্র বিষয়ে বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা হবে;

১২.৪ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচিতে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

১২.৫ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র অধ্যয়নকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করা হবে;

১২.৬ চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে;

১২.৭ চলচ্চিত্র সংসদগুলির কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন জটিলতা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চলচ্চিত্র সংসদসমূহের কার্যক্রমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩. চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

১৩.১ জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো প্রকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য অবমাননাকর এমন কোনো কাহিনি, দৃশ্য ও বক্তব্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না;

১৩.২ বিভিন্ন জাতি, শ্রেণি ও পেশার মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো কাহিনি, দৃশ্য ও বক্তব্য সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না;

১৩.৩ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনো তথ্য, কাহিনি, দৃশ্য ও বক্তব্য চলচ্চিত্রে পরিবেশন ও প্রদর্শন করা যাবে না;

১৩.৪ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আঘাত সৃষ্টি করতে পারে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে অথবা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো কাহিনি, দৃশ্য ও বক্তব্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না;

১৩.৫ প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালায় বর্ণিত প্রচার, প্রকাশ এবং প্রদর্শনের অযোগ্য কোনো বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন করা যাবে না।

১৪. চৌর্যবৃত্তি, কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব

সরকার চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চৌর্যবৃত্তি ও পাইরেসি বন্ধ এবং কপিরাইট, রিলেটেড রাইটস্ ও অন্যান্য মেধাস্বত্ব **(Intellectual Propertry Right)** সংরক্ষণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. বিবিধ

১৬.১ বাংলাদেশের বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান মেনে ও অনুসরণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে;

১৬.২ এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই অথবা অন্য কোনো নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক এমন বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধান এবং নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট- ক

" চলচ্চিত্র বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি "

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পরামর্শক কমিটি গঠিত হবে:

০১	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
০২	সচিব, তথ্য, স্বরাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	: সদস্য
০৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	: সদস্য
০৪	প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	: সদস্য
০৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	: সদস্য
০৬	ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	: সদস্য
০৭	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই	: সদস্য
০৮	প্রতিনিধি, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি	: সদস্য
০৯	প্রতিনিধি, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি	: সদস্য
১০	প্রতিনিধি, চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি	: সদস্য
১১	চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব (সরকার কর্তৃক মনোনীত)- ০৩ জন	: সদস্য
১২	চলচ্চিত্র সংসদ এর প্রতিনিধি-০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৩	সাংবাদিক- ০১জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৪	চলচ্চিত্র গবেষক- ০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৫	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় (তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি:

০১. চলচ্চিত্র নীতিমালার আলোকে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান;

০২. চলচ্চিত্র নীতিমালায় বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান;

০৩. চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতি, আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে এসব আইন, নীতি ও বিধির কোনো পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে বা নতুন আইন, নীতি ও বিধির প্রয়োজন হলে, সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

০৪. দেশে ও বিদেশে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলি অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ করে সেসব কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

০৫. চলচ্চিত্র নীতিমালার কোনো বিষয় সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

০৬. কমিটি বছরে ন্যূনপক্ষে দুইটি সভায় মিলিত হবে;

পরিশিষ্ট- খ

" চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির জন্য সুপারিশ প্রদান কমিটি "

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭ এর উপানুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির সুপারিশ প্রদান কমিটি গঠিত হবে:

০১.	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
০২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	:	সদস্য
০৩.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	:	সদস্য
০৪.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	:	সদস্য
০৫.	ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	:	সদস্য
০৬.	চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির প্রতিনিধি	:	সদস্য
০৭.	চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির প্রতিনিধি	:	সদস্য
০৮.	চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রতিনিধি	:	সদস্য
০৯.	চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব- ০১ জন (তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১০.	সাংবাদিক/চলচ্চিত্র সাংবাদিক- ০১ জন (তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	যুগ্মসচিব/উপসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় (তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি:

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানি এবং বিদেশি চলচ্চিত্র বাংলাদেশে আমদানির অনাপত্তি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

2.02.19
শাহীন আরা বেগম, পিএএ
উপসচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার